প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হইলে নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিই শুধু নয়, বরং গোটা দেশের চেহারাই যে আমূল পাল্টাইয়া যাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক বাস্তবতা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির সাক্ষী। এই অগ্রগতির অংশীদার হইতে হইলে ডিগ্রি ও সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষার পরিবর্তে যে মানসম্মত শিক্ষার প্রয়োজন, প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি সংশ্লিষ্ট সকলে উপলব্ধি করিলে দেশের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অবশ্যই অর্জিত হওয়া সম্ভব। শিক্ষার যথাযথ মানের পাশাপাশি শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর খোলামেলা মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আমলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়া দিবার উল্লেখ করিয়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস,

শিক্ষা ও কর্মসংস্থান

সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া টেকসই প্রযুক্তি প্রয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য মানুষের মধ্যে আশাবাদ সঞ্চারিত করিবে। বৃহস্পতিবার গাজীপুরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (বিআইটি) দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন যে, টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত তথা দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে; ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িবে এবং মানুষ আর গরিব থাকিবে না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা খাতে একশত কোটি টাকা বরাদ্দের উল্লেখ করিয়া তিনি প্রকৌশলীসহ মেধাবী ব্যক্তিদের প্রতি দেশে তথ্য ও যোগাযোগ,

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

ছাত্রদের কর্তব্য। শিক্ষা সমাপনের পূর্বেই মেধাবী ছাত্রদের যোগ্যতাকে শাণিত করিবার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ নির্বাহী ও আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে তাহাদের ইন্টার্নি হিসাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা, গরিব ছাত্রীদের কম্পিউটারে উচ্চতর শিক্ষা ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস এবং প্রাইভেট সেক্টরের বিকাশ ও সম্প্রসারণে সরকারের উৎসাহ প্রদানের ঘোষণা চাকুরিপ্রত্যাশী শিক্ষিত যুবকদের আশ্বস্ত করিবে নিঃসন্দেহে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদেরকে বিভিন্ন পেশায় যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলাও প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান যুক্তিযুক্ত; কারণ ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিসিএস পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি শূন্যপদসমূহ পূরণের [illegible] নেওয়ার কথা বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হইলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ছাত্ররা। তাই তিনি শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছাত্রদেরকে সর্বাগ্রে আগাইয়া আসিবার আহ্বান জানাইয়াছেন।

লাভে সাহায্য করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি চালুর চিন্তাভাবনা, উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিকুলামের আদলে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বাস্তবানুগভাবে পাল্টাইয়া ফেলিবার তাগিদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী যে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখিয়াছেন তাহার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রীর ভিশনের সহিত এই আন্তরিকতার যোগ ঘটিলে বাংলাদেশ অবশ্যই স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উন্নত দেশের কাতারে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিবে। সেই পরিস্থিতিতে শিক্ষিত যুবকগণকে কাজের সন্ধানে হাহুতাশ করিতে হইবে না; বরং কাজই তাহাদেরকে খুঁজিয়া লইবে।